সঙ্গীতি

ইউনিট ১১

ভূমিকা

সঙ্গীতির সাথে বৌদ্ধধর্মের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। সঙ্গীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধ তাঁর প্রদত্ত ধর্মোপদেশ লিখিত আকারে প্রকাশ করেননি। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ তাঁর শিষ্যরা নিখুঁতভাবে শ্রুতিতে ধরে রাখতেন এবং পরম্পরায় তা মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর শিষ্যরা সেসব ধর্মোপদেশ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে সংকলন করেন। তারপর বিভিন্ন সময় সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে সংকলিত বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা, সংরক্ষণ, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের সাথে সঙ্গীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -১১.১ : সঙ্গীতির ধারণা পাঠ -১১.২ : প্রথম সঙ্গীতি পাঠ -১১.৩ : দ্বিতীয় সঙ্গীতি পাঠ -১১.৪ : তৃতীয় সঙ্গীতি পাঠ -১১.৫ : সঙ্গীতির গুরুত্ব	বৌদ্ধধর্মের সাথে সঙ্গীতির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সঙ্গীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়।

পাঠ-১১.১ সঙ্গীতির ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সঙ্গীতির অর্থ বলতে পারবেন।
- সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী কীভাবে সংকলিত হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সঙ্গীতি, সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভা, সংঘায়ন, বুদ্ধবাণী, সংগ্রহপূর্বক নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ।

সঙ্গীতি শব্দের অর্থ

'সঙ্গীতি' শব্দের অনেক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, সভা বা সম্মেলন, আবৃত্তি, সমবেত উচ্চারণ, গীতি, পুনরায় শ্রবণ ইত্যাদি। এখানে 'সঙ্গীতি' শব্দের নানারকম অর্থ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মে এর অর্থ সভা বা

সম্মেলনকেই বোঝায়। একে 'সংঘায়ন' বলা হয়।

সঙ্গীতির ধারণা

বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং সঙ্ঘের বিধি-বিধানসহ যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে অথবা তাঁর নির্দেশনায় নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরূপ সকল সমস্যা পণ্ডিত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন। জানা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন-মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনগুলোই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি নামে পরিচিত। এক কথায় বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রজ্ঞাবান, প্রবীণ, জ্ঞানী এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। গুরুত্ব অনুসারে এসব সম্মেলন কয়েকমাস ব্যাপী স্থায়ী হতো।

বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনোরকম ধর্মোপদেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যেসব ধর্মোপদেশ দিতেন তা তাঁর শিষ্যগণ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো। মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় বা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দিত। এতে মানুষের মনে সংশয় দেখা দিত। এছাড়া নানা কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানীর সম্মুখীন হতো এবং সঙ্ঘের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর পণ্ডিত বুদ্ধশিষ্যগণ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী সংগ্রহপূর্বক সঙ্গীতি আহ্বান করে একত্রে সংকলন করেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন এ পর্যন্ত ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের স্থান নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। নানা বিতর্ক থাকলেও থেরবাদী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, প্রথম তিনটি ভারতবর্ষে, চতুর্থটি সিংহলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই ছয়টি সঙ্গীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বুদ্ধবাণী সংকলন এবং অদ্যাবধি বিশুদ্ধভাবে তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এ ছয়টি সঙ্গীতির অবদান অপরিসীম। তাই এগুলোকে 'মহাসঙ্গীতি'ও বলা হয়। এখানে আমরা ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত তিনটি সঙ্গীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সারসংক্ষেপ :

বৌদ্ধধর্মের সাথে সঙ্গীতি গভীরভাবে সংযুক্ত। বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতির অর্থ সভা বা সম্মেলনকে বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধ প্রদত্ত বিভিন্ন ধর্মোপদেশ তাঁর শ্রুতিধর শিষ্যরা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন এবং মুখে মুখে তা প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনিবার্ণের পর ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ , সংকলন, সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনগুলোই সঙ্গীতি নামে পরিচিত। এসব সঙ্গীতিতে অনেক প্রজ্ঞাবান এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী সংগ্রহ করে সঙ্গীতির মধ্যেমে একত্রে সংকলন করা হয়। এতে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানীর হাত থেকে রক্ষা পায়। বৌদ্ধধর্মে তাই সঙ্গীতির অবদান অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সঙ্গীতি' শব্দের অর্থ-

ক. বন্ধুত্ব করা
খ. সভা বা সম্মেলন
গ. আলোচনা সভা
ঘ. বসে বসে গল্প করা

২। ভারতবর্ষে মোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

ক. পাঁচটি খ. আটটি

গ. চারটি ঘ. তিনটি

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ঘ

পাঠ-১১.২ প্রথম সঙ্গীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ জানতে পারবেন।
- প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
-

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সুভদ্রের উক্তি, বুদ্ধশাসনের পরিহানী, রাজগৃহের সপ্তপর্ণী, মহাকাশ্যপ স্থবির, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ, রাজা আজাতশত্রু, পঞ্চশতিকা সংগীতি।

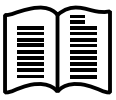

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ঃ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে ভিক্ষুগণ ভাবিত ও শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। অর্হৎ প্রাপ্ত স্থবিরেরা অনিত্য ভাবনায় রত থাকেন। নব প্রব্রজিতরা শোকে ভেঙে পড়েন। একমাত্র বুদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্র ভিক্ষু তার ব্যতিক্রম ছিলেন। সুভদ্র নামে সেই দুর্বিনীত ভিক্ষু শোকাভিভূত ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, "বন্ধুগণ! ভালোই হয়েছে, তোমরা শোক কোরো, বিলাপ কোরো না। আমরা সেই মহাশ্রমণ হতে মুক্ত হয়েছি। এটা তোমাদের উপযুক্ত, এটা তোমাদের অনুপযুক্ত ইত্যাদি বাক্যবাণে আমরা উপদ্রুত হতাম। এখন আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারব। যা ইচ্ছা হবে না তা করবো না।" অর্থাৎ দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে খুশি। কেননা, তারা বুদ্ধের অবর্তমানে যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় মহাকাশ্যপ স্থবির কুশীনগরে ছিলেন না। পাবা হতে তিনি কুশীনগরে যাওয়ার পথে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা জানতে পারেন। এসময় তিনি সুভদ্র নামক অবিনয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তি সম্পর্কে অবহিত হন। দুর্বিনীতি ভিক্ষুর এরূপ অশোভনীয় উক্তিতে মহাকাশ্যপ স্থবির প্রমুখ শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা শংকিত হয়ে উঠেন। তাঁরা ভবিষ্যতে বুদ্ধশাসনের পরিহানীর বিষয় ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভাবলেন, বুদ্ধের শবদেহ বর্তমান থাকতেই যদি ভিক্ষুদের মধ্যে সুভদ্র ভিক্ষুর ধারণার সূত্রপাত হয় তবে অচিরেই বুদ্ধশাসন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এসব চিন্তা করে মহাকাশ্যপ স্থবির এবং ধর্ম-বিনয়ে পূজনীয় প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী সংরক্ষণে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই বুদ্ধশাসনকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল ঃ

বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাকাশ্যপ স্থবির। উক্ত সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু অংশ নেন। উপালি স্থবির বিনয় এবং আনন্দ স্থবির সূত্র বা ধর্ম আবৃত্তি করেন।

প্রথম সঙ্গীতির কার্যক্রমে মহাকাশ্যপ স্থবির নিজেই প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমে বিনয় সঙ্গায়ন করা হবে স্থির করা হয়। মহাকাশ্যপ স্থবির সঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে উপালী স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন। প্রথমে পারাজিকা, তারপর পর্যায়ক্রমে তেরোটি সঙ্ঘাদিসেস, দু'টি অনিয়ত, চারি পটিদেসনীয়া ধর্ম, ত্রিশটি নিস্সগগিয়, বিরানব্বইটি পাচিত্তিয়া একে একে আবৃত্তি করে স্থির করা হয়। তারপর উভয় বিভঙ্গ, মহাবগ্গ, চুলবগ্গ ও পরিবার পাঠো আবৃত্তি করা হয়। উপস্থিত সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ উপালি স্থবিরের বিনয় আবৃত্তি গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে সর্বসম্মতিত্রমে তা অনুমোদন করেন। এছাড়া 'ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র' শিক্ষাপদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কারণ বুদ্ধ জীবিত থাকতে এসব বিষয়ে ভিক্ষুরা ইচ্ছা

করলে পরিবর্তন করতে পারবেন বলেছিলেন। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর বিনয় সঙ্গায়ন শেষ হয়। বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ। তাই ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় আগে সংগৃহীত হয়।

তারপর বিনয়ের মতো ধর্ম বা সুত্ত আবৃত্তি করার জন্য আনন্দ স্থবিকে আহ্বান করা হয়। মহাকাশ্যপ স্থবির প্রশ্নকর্তার আসনে বসে শ্রুতিধর আনন্দকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান, পুদ্গল সূত্র, শ্রামণ্যফল সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি যথাযথভাবে তার উত্তর প্রদান করেন। এভাবে দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায় আবৃত্তি করা হয়। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদনের পর ধর্ম সঙ্গায়ন শেষ হয়।

প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে চারমাস সময় লেগেছিল। পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে 'পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি'ও বলা হয়। বুদ্ধবাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এ সঙ্গীতিটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক সংকলনের মূলভিত্তি রচিত হয়।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাকাশ্যপ স্থবির। সম্মেলনে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। উপালি স্থবির বিনয় এবং আনন্দ স্থবির সূত্র বা ধর্ম আবৃত্তি করেন। সমস্ত বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয় প্রথম মহাসঙ্গীতিতে। বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এ সঙ্গীতিটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ চার মাস ব্যাপী এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক সংকলনের মূল ভিত্তি রচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিনয় বুদ্ধ শাসনের-

ক) আয়ু স্বরূপ খ) বোঝা স্বরূপ

গ) অবলম্বন স্বরূপ ঘ) আঘাত স্বরূপ

২। প্রথম সঙ্গীতি কয় মাস ধরে চলেছিল?

ক) নয় মাস খ) সাত মাস

গ) পাঁচ মাস ঘ) চার মাস

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ

পাঠ-১১.৩ দ্বিতীয় সঙ্গীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ বলতে পারবেন।
- দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ, দসবত্থুনী, পটিসারণীয় কর্ম, উক্খেপনী দণ্ড, থেরবাদ, মহাসাঙ্গিক, সপ্তশতিকা মহাসঙ্গতি।

দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ঃ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশ বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে বিনয় বর্হিভূত দশটি বিধি-বিধান বা দশবত্থুনী (দশ বস্তু) প্রচলন করেন। তাঁরা উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যখানে পানিভর্তি তাম্রপাত্র রেখে উপাসক-উপাসিকাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। অন্যান্য বিনয়ধর ভিক্ষুদের তারা দশটি বিনয় বর্হিভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বর্হিভূত ও সঙ্ঘ পরিপন্থী গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বিরোধী কর্ম হতে নিবৃত্ত করার জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের অনুরোধ করেন। এতে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে যশ স্থবিরকে 'পটিসারনীয় কর্ম' প্রদান করেন। অর্থাৎ পুর্নবার মিলনের বা বন্ধুত্ব স্থাপনের আহ্বান জানান। এসময় যশ স্থবির দুর্বিনীত ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করে ধর্মকে রক্ষার জন্য বৈশালীবাসীদের অনুরোধ জানান। এতে তাঁরা যশ স্থবিরকে 'উক্খেপনী দণ্ড' প্রদানপূর্বক সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন। যশ স্থবির এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের শরণাপন্ন হন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনয়ী ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রচলিত দশবত্থুনী যা দশটি বিধি-বিধান বিনয়সম্মত কিনা এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। দশবত্থুনী বা দশটি বিধিবিধান হলো নিম্নরূপ ঃ

১. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সিং-এর মধ্যে লবণ জমা রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু প্রাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।

২. মধ্যাহ্নের পর সূর্যের ছায়া দুই আঙুল হেলে পড়লেও ভিক্ষুগণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ভোজন করতে পারেন না।

৩. ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন। কিন্তু প্রাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।

৪. এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সীমা ও আবাস-সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর অনুমতি পরে নেওয়া হবে এরূপ চিন্তা করে ভিক্ষুগণ বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সঙ্ঘনিয়মের পরিপন্থী।

৬. বিধি-বিধানের আলোকে বিচার না করে পরম্পরা-প্রচলিত আচার বা প্রথাকে ভিক্ষুগণ মান্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে, কোনো বিষয় সঠিক এবং বিনয়সম্মত না হলে পরম্পরা প্রচলিত হয়ে আসলেও গ্রহণ করা যায় না।

৭. ভিক্ষুগণ বিকালে দুধ ও দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় বা ঘোল জাতীয় তরল পদার্থ পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি প্রাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

৮. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে তাড়ি জাতীয় পানীয় পান (নেশা জাতীয় দ্রব্য) করতে পারবেন। কিন্তু এটি প্রাতিমোক্ষের একান্ন সংখ্যক পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

৯. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে ঝালরযুক্ত কম্বল ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এটি প্রাতিমোক্ষের ঊননব্বই সংখ্যক প্রাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

১০. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সোনা, রূপা বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু এটি প্রাতিমোক্ষের আঠার সংখ্যক নিসগ্গীয় বিধির পরিপন্থী।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ঃ

বুদ্ধের পরির্নিবাণের একশ বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাতশত অর্হৎ ভিক্ষু এতে অংশ নেন। সঙ্গীতিটি আট মাস স্থায়ী হয়। রেবত স্থবির সভার নেতৃত্ব দেন। দুপক্ষের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হয় দশবত্থুনী নিয়ে। অবশেষে আটজন প্রবীণ ও বিনয়ে অভিজ্ঞ স্থবির নিয়ে একটি 'কার্যকারক কমিটি' গঠন করা হয়। এ আটজন মহাপণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত কারক সভায় দশবত্থুনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে দশবত্থুনী বিনয় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয় এবং বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদিত হয় । তা ধর্ম বিনয় হিসেবেও গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত একদল মেনে নিতে পারেননি। যাঁরা মেনে নিতে পারেননি তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা নিজেরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ একটি সভায় মিলিত হন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলস্বরূপ বৌদ্ধ সঙ্ঘ 'থেরবাদ' (স্থবিরবাদ) ও মহাসাঙ্গিক' এ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম অধিবেশনের মতো বুদ্ধের ধর্ম বিনয় আবৃত্তি করা হয়। বিনয়ধর ভিক্ষুরা বিনয়কে প্রাধান্য দিয়ে সঙ্ঘের পবিত্রতা রক্ষা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত শেষে থেরবাদ বা প্রাচীন সঙ্ঘকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে 'সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি'ও বলা হয়।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের মহাপরিনিবার্ণের একশ বছর পর রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বজ্জীপুত্র ভিক্ষুদের দশবিধ বিনয়বর্হিভূত আচরণের জন্য এ সভা আহ্বান করা হয়। যশ স্থবিরের সার্বিক প্রচেষ্টায় সাতশ অর্হৎ ভিক্ষু এতে অংশগ্রহণ করেন। রেবত স্থবির এ সভার নেতৃত্ব দেন। ভিক্ষুদের দুটি দলের মধ্যে দশবিধ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলোকে বিনয়বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। সভায় বজ্জীপুত্র ভিক্ষুরা বহিস্কৃত হন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফল স্বরূপ বৌদ্ধ সংঘ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুটি দলের নামকরণ করা হয় থেরবাদ ও মহাসাংঘিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কয়জন সদস্য নিয়ে কার্যকারক কমিটি গঠিত হয়েছিল?

ক. পাঁচ জন খ. এগার জন

গ. আট জন ঘ. বিশ জন

২। কোন দু'টি গ্রহণ করা ভিক্ষুদের জন্য নিষিদ্ধ?

ক. খাদ্য-দ্রব্য খ. কাপড়-চোপড়

গ. অন্ন-পানীয় ঘ. সোনা-রূপা

উত্তরমালা : ১. গ. ২. ঘ

পাঠ-১১.৪ তৃতীয় সঙ্গীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ বলতে পারবেন।
- তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সম্রাট অশোক, দুর্বিনীত ভিক্ষু, বিভাজ্যবাদী, মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য, অশোকারাম বিহার, কথাবত্থু, ধর্মদূত মহাপাত্র।

তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ঃ

সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ভিক্ষুসঙ্ঘের এরূপ সৌভাগ্য দেখে অনেক অভিক্ষুও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার মানসে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতেন। তারা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন। তাঁদের বিনয় বর্হিভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা দেখা দেয়। বিনয়ধর ভিক্ষুরা অবিনয়ী দুবির্নীত অভিক্ষুদের সাথে উপোসথ, প্রবারণা, উপসম্পদা প্রভৃতি বিনয় কর্ম সম্পাদন করতে অস্বীকার করলেন। এসময় ধর্মানুষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। তখন অবিনয়ী ভিক্ষুরা চক্রান্ত করে উপোসথ কর্ম পালন করার জন্য সম্রাট অশোকের মাধ্যমে আদেশ জারি করালেন। তবুও বিনয়ী ভিক্ষুরা উপোসথ কর্ম পালন করতে সম্মত হলেন না।

সম্রাট অশোক ধার্মিক-বিনয়ী ভিক্ষুদের হত্যার খবর জ্ঞাত হয়ে খুবই মর্মাহত হন। অসংখ্য ভিক্ষুর প্রাণসংহারে তাঁর হৃদয়-মন ভেঙ্গে পড়ে। তিনি অনুতপ্ত হন। এ পাপ কার্যের জন্য তিনি দায়ী কিনা তা জানার জন্য অহোগঙ্গা পর্বত থেকে মহাপণ্ডিত মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরকে আনয়ন করেন। মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির সম্রাট অশোককে জানালেন, পাপ চেতনা না থাকলে সেই কার্যে কোনো অপরাধ হয় না। অতঃপর সম্রাট অশোক মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে এক এক জন ভিক্ষুকে গোপনে পর্দার অন্তরালে তিনি 'কোন মতবাদী' জিজ্ঞেস করলেন। অবিনয়ী ভিক্ষুরা এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। কেবল বিনয়ী ভিক্ষুরা এক বাক্যে বললেন, তাঁরা 'বিভাজ্যবাদী'। তখন সম্রাট বুঝতে পারলেন, কারা প্রকৃত ভিক্ষু। তিনি প্রায় ষাট হাজারের অধিক অবিনয়ী ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিয়ে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করে সঙ্ঘকে বিশুদ্ধ করলেন। তারপর সম্রাট অশোক ধার্মিক-বিনয়ী ভিক্ষুদের বললেন, ভন্তে! এখন সঙ্ঘ পরিশুদ্ধ হয়েছে। আপনারা উপোসথ কর্ম পালন করুন। সম্রাট অশোকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশুদ্ধ সঙ্ঘ একত্রিত হয়ে অশোকারাম বিহারে উপোসথ কর্ম সম্পাদন করেন।

সঙ্ঘ বিশুদ্ধ হওয়ার পর মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। মূলতঃ অধার্মিক, দুর্বিনীত ও অবিনয়ী ভিক্ষুদের অরাজক পরিস্থিতি থেকে বুদ্ধশাসন পরিশুদ্ধ রাখাই হলো তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের মূল কারণ।

তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ঃ

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ম বিনয়ে পারদর্শী এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির। এ সঙ্গীতিতে প্রথম ও

দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। এ সময় মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির 'কথাবত্থু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নয় মাস ব্যাপী চলে এই সঙ্গীতি। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যে ধর্ম বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছিল সেগুলো তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবার অনুমোদিত হয়। সঙ্গীতির পরেই সম্রাট অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশ-বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 'ধর্মদূত মহাপাত্র' নামে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারীও নিযুক্ত করেন। তাঁরা ধর্মনীতি প্রচার করতেন। এমন কি সম্রাট অশোক নিজ পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

সম্রাট অশোক তৃতীয় সঙ্গীতির পর যে সব দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেন তার একটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:

ধর্মপ্রচারকের নাম	**ধর্মপ্রচারের স্থান**
মজ্ঝন্তিক থের	কাশ্মীর ও গান্ধার
মহাদেব থের	মহিষমণ্ডল
রক্ষিত থের	বনবাসী
ধর্মরক্ষিত থের	অপরান্তক
মহাধর্মরক্ষিত থের	মহারাষ্ট্র
মহারক্ষিত থের	যোনলোক
মজ্ঝিম থের	হিমবন্ত প্রদেশ
সোন ও উত্তর থের	সুবর্ণভূমি
মহেন্দ্র থের-এর নেতৃত্বে ইত্থিয়, উত্থিয় ভদ্দসাল, সম্বল এবং উপাসক সুমন।	লঙ্কাদ্বীপ

তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দু'ভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। এ তিনটিকে একত্রে সংকলনের পর নামকরণ করা হয় 'ত্রিপিটক'। অতএব বলা যায়, বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

সারসংক্ষেপ :

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় মগধের রাজধানী পাটালিপুত্র নগরের অশোকারামে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এতে অনেক অধার্মিক ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা দেখা দেয়। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে অধর্মচারী ভিক্ষুদের বহিষ্কার করা হয়। তৃতীয় সঙ্গীতিতে পুনরায় ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু সম্মেলনে অংশ নেন। এটি দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী স্থায়ী হয়। সঙ্গীতি সমাপ্তির পর পর সম্রাট অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশ-বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেন। এ সঙ্গীতিতে বিনয় ঠিক রেখে ধর্মকে মোট দুভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম আখ্যা দেয়া হয়। ফলে বুদ্ধবাণী বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এ তিনটিকে একত্রে সংকলন করে ত্রিপিটক নামকরণ করা হয়। বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তৃতীয় সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। তৃতীয় সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

ক. পাটলিপুত্রের অশোকারামে
খ. রাজগৃহের সপ্তপর্নী গুহায়
গ. বিহারের নালন্দায়
ঘ. বৈশাখীর বালুকারামে

২। তৃতীয় সঙ্গীতি স্থায়ী হয়-

ক. চার মাস ব্যাপী
খ. ছয় মাস ব্যাপী
গ. নয় মাস ব্যাপী
ঘ. দশ মাস ব্যাপী

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ

পাঠ-১১.৫ সঙ্গীতির গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৌদ্ধধর্মে ছয়টি সঙ্গীতির অবদান বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ত্রিপিটকের ভিত্তি, গ্রন্থাকারে সংগৃহীত, সঙ্ঘকে কলুষমুক্ত।

সঙ্গীতির গুরুত্ব

বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যেসব ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন তা তাঁর শিষ্যরা নিখুঁতভাবে তাঁদের স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। পরবর্তীকালে সেই শিষ্যরা বুদ্ধপ্রদত্ত সেই উপদেশ ও বাণী জনসমক্ষে মুখে মুখে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে উপস্থিত অর্হৎ ও বিনয়ী ভিক্ষু কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করে একত্রে সংরক্ষণ করা হয়। কালক্রমে এগুলোই বর্তমান সময়ের ত্রিপিটকের আকার ধারণ করে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। বলা যায়, বর্তমান কালের ত্রিপিটকের ভিত্তি রচিত হয়েছিল বিভিন্ন সঙ্গীতির মাধ্যমে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ছয়টি সঙ্গীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিন্নস্থানে। বুদ্ধবাণী সংকলন এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করাই সঙ্গীতিসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলেও এক এক সঙ্গীতির পটভূমি এক এক রকম। পটভূমি ভিন্ন হওয়ায় সঙ্গীতির গুরুত্বও বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। সঙ্গীতির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রথম সঙ্গীতির ভূমিকা ছিল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বুদ্ধবাণীকে সংকলিত করে বিস্মৃতি ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ভূমিকা ছিল বুদ্ধ প্রবর্তিত বিনয়কে বজ্জিপুত্রীয়দের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। তৃতীয় সঙ্গীতি সঙ্ঘে বিরাজমান অরাজকতা দূর করে সঙ্ঘকে কলুষমুক্ত এবং বুদ্ধবাণীকে বিকৃতি ও পরিহানীর হাত থেকে রক্ষা করে। চতুর্থ সঙ্গীতি বুদ্ধবাণীকে ভূর্জপত্রে বা তালপত্রে লিপিবদ্ধ করে স্থায়িত্ব প্রদান করে। যা বর্তমান সময়ের ত্রিপিটক রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। তখন থেকে তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণী হুবহু পাথরে খোদাই করে তা গ্রন্থাকারে সংগৃহীত করার চেষ্টা করা হয়। এ সময় প্রমাদবশতঃ কোনো কোনো জায়গায় বুদ্ধবাণী বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে মতানৈক্যর সৃষ্টি হয়। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পুনরায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়। সে সব সঙ্গীতির পর থেকে বিশুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, বুদ্ধবাণী বিশুদ্ধভাবে সংগৃহীত করার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ :

যে সমস্ত অধিবেশনে প্রবীণ ও জ্ঞানী স্থবিরগণ একত্রিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশসমূহ সংগ্রহ, আবৃত্তি, সংরক্ষণ ও সংকলন করেন তাই 'সঙ্গীতি' নামে খ্যাত। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সংকলনে সঙ্গীতিসমূহের অবদান অনস্বীকার্য। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর যে ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে প্রথম সঙ্গীতিতে ধর্ম বিনয় সংগৃহীত হয়। পরবর্তী সঙ্গীতিগুলোতেও বুদ্ধবাণী আবৃত্তি করে যথাযথ ভাবে সংকলন করা হয়। সংগৃহীত বুদ্ধবাণীসমূহ ত্রিপিটক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসার এবং ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য সঙ্গীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মোট কয়টি সংগীতি হয়?

ক. চারটি খ. ছয়টি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি

২। সংগীতির উদ্দেশ্য কী?

ক. ধর্ম সংরক্ষণ খ. রাজ্য সংরক্ষণ

গ. মর্যাদা সংরক্ষণ ঘ. অর্থ সংরক্ষণ

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নিলয় বড়ুয়ার সংসারে তিনিই গৃহকর্তা। সংসারের কল্যাণে ও প্রয়োজনে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা তাঁর কাছে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি তাদের সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো যাচাই-বাছাই করেন। অবশেষে তা অনুমোদন করেন।

ক. মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা কে ছিলেন?

খ. দুর্বিনীতি ভিক্ষু সুভদ্রের উক্তি কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নিলয় বড়ুয়ার অনুমোদনের বিষয়টি কোন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা হতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা জাতীয় সংসদে আসেন। তাঁদের বলা হয় সংসদ সদস্য। আবার তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা হয় সভাপতি। তাঁরা দেশ ও জনগণের কল্যাণে সর্বসম্মতি ক্রমে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে প্রস্তাব বা আলোচ্য বিষয় উত্তাপন করেন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। যেমন আইন মন্ত্রি আইন বিষয়ে, অর্থমন্ত্রি অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে, ইত্যাদি। এগুলো দেশে আইন হিসেবে পরিণত হয়।

ক. 'সঙ্গীতি' শব্দের অর্থ কী?

খ. বৌদ্ধসঙ্গীতি আহবানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মন্ত্রিদের ভূমিকা প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে কাদের চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? এঁদের একজনের পরিচয় বর্ণনা করুন।

ঘ. আপনার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত সঙ্গীতি কার্যক্রমকে উদ্দীপকের বিবরণের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করুন।